" অভাগী "

খন্দকার মোঃ আবদুল গণি

ভবঘুরে জীবনের বোঝা আজীবন বইব বলে ছেলেবেলা থেকে স্বভাবটা ছিল উদাসী। কোথাও বেড়াতে যাবার সৌভাগ্য হলে তা ছাড়তাম না। ইহজগতে আমরা আপনার বলে কেউ নেই। এতে ভারী সুবিধা এই যে বৃন্তচ্যুত ফুলের মত গড়াগড়ি খেতে পারি অর্থাৎ যেখানে খুশী সেখানে যেতে পারি। শাসন করার কেউ নেই আবার ভালোবাসার মায়াবী বন্ধনে আবদ্ধ করার ও কেউ নেই। সুতরাং ঘরে ফেরার তাগাদা নেই। যেখানে রাত সেখানেই কাৎ।

বেশ কয়দিন হয় এসেছি পাহাড়ে ঘেরা, সাগর কন্যা চট্টলা সুন্দরীর কাছে। এসে দেখি মাঘের রিক্ত দীন বেশের মাঝেও চট্টলা সুন্দরী অপূর্ব সাজে সেজেছে। মনে হচ্ছে পাতলা মিহীন সবুজ রঙের শাড়ী পরে কোন ষোড়শী তরুনী খেয়ালের বশে ঘোমটা দিয়ে বসে আছে। প্রায় প্রতিদিনই এ রূপ প্রত্যক্ষ করি। কিন্তু গত দু'দিন থেকে মেঘে বৃষ্টিতে দশদিক একেবারে আচ্ছন্ন। শীতের রিক্ত সন্ন্যাসিনী বুড়ী হঠাৎ করেই ভৈরবী মূর্তি ধারণ করে জানান দিল আমিও কালবৈশাখীর মত ঝঞ্চা-বিক্ষুদ্ধ ভৈরবী মূর্তি ধারণ করতে পারি। দু'একবার ভৈরবী মূর্তি ধারণ করে তারপর দিব্যি শান্ত-শিষ্ট হয়ে চট্টলা সুন্দরীর মাথার উপর জলের পর জল বর্ষন করতে লাগল। একে তো হাড় কাপানো শীত তার ওপর জলের ছাঁট যেন থামাতেই চায়না। ঘর থেকে বের হতে ইচ্ছা হয়না, ঘরের মধ্যে থাকতে আরও অনিচ্ছা জন্মে।

বৈরী আবহাওয়া সত্ত্বেও "ওয়াটার প্রুফ" জ্যাকেট পরে বেড়াতে বের হলাম। ঝাউশাখে ঘেরা কর্ণফুলীর উৎসমুখের বেশ খানিকটা ডানে নেভাল-একাডেমীর পাশের সরু জনশূন্য রাস্তার এক পাশে বসে ভাবছি আর ভাবছি। কিন্তু কি ভাবছি ঠিক তা বলতে পারিনা এমনি সময়ে অনতিদূরে রমণী কণ্ঠের করুণ রোদন ধ্বনী শুনতে পেলাম। ক্ষুধা-দারিদ্রতা আর হতাশার বেড়াজালে ঘেরা এ বিশ্ব সংসারে রোদন ধ্বনী বিচিত্র নয়, কিন্তু এমন বৈরী আবহাওয়ায় এমন নির্জন স্থানে রমণীকণ্ঠের করুণ গুঞ্জন ধ্বণী সত্যিই বিস্ময়কর। শব্দ লক্ষ্য করে নিকটে গিয়ে দেখলাম ছেঁড়া-মলিন বসনাবৃতা প্রায় পৌঢ়া এক রমণী, বড় একটি পাথরের ওপর বসে মৃদুস্বরে কাঁদছে। কান্না শুনে বুঝলাম এ সদ্য শোকের বিলাপ নয়। বহুদিনের সঞ্চিত কষ্টের নির্যাস বাদলঝরা এ দিনে ঝরে পড়ছে। বেশ খানিকক্ষণ স্তব্দ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম কিন্তু রমনীটি মুখতুলে চাইল না। শুদ্ধ কথ্য ভাষায় জিজ্ঞাসা করলাম " কে তুমি? এভাবে কাঁদছ কেন? তোমার কি হয়েছে? প্রথমে কোন জবাব দিল না। শুধুমাত্র মাথা তুলে সজদীপ্তনেত্রে আমাকে একবার দেখে নিল। আমি পুণরায় বলে উঠলাম - তোমাকে কিছু সাহায্য করতে পারি, তোমার কোন প্রার্থনা আছে কি? এবার ও কোন জবাব দিল না। ক্ষণকাল আমার মুখের দিকে স্থিরভাবে চাইল তারপর দক্ষিণ হস্তের ইঙ্গিতে স্বতন্ত্র পাথর খন্ডের দিকে নির্দেশ করে আমাকে উদ্দেশ্য করে বলল 'বসো'। চক্ষুলজ্জার করণে বসতে মন চাইল না আবার কৌতুহল ও থামল না। এমন নির্জনে বসে কোন রমণীর কান্নার হেতু অবশ্যই গুরুতর কোন কাহিনীর ফল। সেই কাহিনীটা কি তা জানার অদম্য কৌতুহল আমাকে বসতে বাধ্য করল। পাথর খন্ডের ওপর বসে অভ্যাসমত নিকোটিনের ধোঁয়া আয়েশী ভঙ্গিমায় ছেড়ে রমণীটিকে উদ্দেশ্য করে বললাম - তোমার এ অবস্থা কেন? আর তুমি এভাবে কাঁদছিলে কেন?

আমার কথা শুনে রমণী কপালে করাঘাত করল। তারপর বলল, অদৃষ্ট আমাকে কাঁদিয়েছে, তাই আমি কাঁদি। তবে সবসময় নয় মাঝে-মাঝে। স্মৃতিনামক ফোঁড়াটা যখন ফেটে যায় আর

তা থেকে যে রক্ত-পুঁজ ঝরে সেই রক্ত পুঁজ আমাকে কাঁদায়। রমণীর কথা শুনে আমি চম্‌কে উঠলাম। এমন সুন্দর মিষ্টি মধুর সুরেলা কণ্ঠস্বর আর এমন সুন্দর শুদ্ধ বাংলা বলার ভঙ্গিমা খুব কমই শুনেছি। প্রথমে ভেবেছিলাম হয়তো সাধারণ অশিক্ষিত কোন নারী হবে, তা ভাবাই স্বাভাবিক। কারণ যে বেশে তাকে দেখেছি সে অবস্থায় শিক্ষিতা কিংবা ভদ্র ঘরের রমণী বলে ঠাওরাতে বেশ কষ্টই হয়। সুরেলা-সুমিষ্ট আর এমন সুন্দর বাক্যবাণী শুনে আমি নিশ্চিত হলাম যে পেটে অন্ততঃ বিদ্যাবুদ্ধি কিছু আছে। আগ্রহের মাত্রা দ্বি-গুন বেড়ে গেল। অতিশয় আগ্রহান্বিত মন নিয়ে বলে উঠলাম- যদি অনুগ্রহ কর তো তোমার ফোঁড়াটার কাহিনী শুনে এ শ্রবন ইন্দ্রিয় স্বার্থক করে তুলি। আমার কথা শুনে প্রচন্ড ইতস্তত ভাব প্রকাশ করে বলল, নিজের অপকর্মের কাহিনী নিজের মুখে বলা কি ঠিক? আমি বলে উঠলাম "যদি কারও উপকার হয় তবে তা বলা অবশ্যই ঠিক? তখন সে কিছুটা নমনীয় হল। তারপর বলে উঠল- বলতে পারি তবে আমার নাম ঠিকানা কোনটাই বলতে পারব না। আমি বলে উঠলাম ,তা জেনে আমারও কাজ নেই। আর জেনেই বা কি লাভ তোমার জীবনে অতীতে যাই ঘটুক তা কি ফিরিয়ে দিতে পারব? সুতরাং নাম ঠিকানা জেনে কাজ নেই। তোমার এ হাল কেন হয়েছে তা জানতে পারলেই আমি খুশী। তারপর কিছুটা শান্ত স্বাভাবিক হয়ে বলতে আরম্ভ করল– আমি ছিলাম প্রবাসী পিতার একমাত্র কন্যা। ধুমকেতু যেমন নির্দিষ্ট দিন অন্তর অন্তর দেখা যায়, আমার পিতাও ঠিক তেমনি ভাবেই দেখা দিতেন আবার অদৃশ্য হয়ে হয়ে যেতেন। বাবার অবর্তমানে মায়ের মায়ের আচার-আচরণ কেমন যেন পরিবর্তন হতে লাগল। প্রায় প্রতিদিনই আমার মায়ের সাথে এক সুন্দর সু-পুরুষ, আমাদের বাড়িতে আসত। তারপর.....। তারপর, এই শব্দটির নারীকণ্ঠের সমস্ত হতাশা মিশ্রিত দীর্ঘশ্বাস হয়ে মুখ নিঃসৃত হর। আমি পাথরটার ওপর নড়ে-চড়ে বসে পুণরায় প্রশ্ন করলাম- তারপর..। রমণী পুণরায় বলতে লাগল- একদিন প্রত্যুষে ঘুম ভেঙে যাওয়ামাত্র আমার মা আর সেই পুরুষটির অনৈতিক সম্পর্ক আমার চোখে ধরা পড়ল। তারপর থেকে প্রায় এ দৃশ্য লুকিয়ে লুকিয়ে দেখতাম। প্রতিবাদ করার পরিবর্তে কৌতুহলী মন নিয়ে এ দৃশ্য খুবই উপভোগ করতাম। নিজের মনের মাঝেও ঠিক এমনি এক পুরুষের ছবি ভেসে উঠতে লাগল, কারণ কৈশোর ছেড়ে তখন আমি যৌবনে পদার্পন করেছি। যৌবনের উম্মাদনা আমার শিরা-উপশিরার মধ্যে অনুভব করতে লাগলাম। কি যেন এক অতৃপ্ত পিপাসার ভেতরে আমি ছটফট করতে লাগলাম।

নির্বাচনী পরীক্ষা শেষ হল। কোচিং এ গেলে পড়া-লেখায় বিশেষ ব্যাঘাত ঘটবে এ জন্য আমার মা গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করলেন। আমি ও তাতে অমত করলাম না, কারণ যে শিক্ষক নিযুক্ত হয়েছিল সে অতিশয় সুন্দর এক সু-পুরুষ। সামনে বসা সেই পুরুষটিকে দেখে আমার সারা অঙ্গে এক শিহরণ বয়ে যেত। বারবার চোখের সামনে ভেসে উঠত মা আর সেই পুরুষটির অনৈতিক সম্পর্কের দৃশ্য। মনে হত অমনি করে কেউ যদি আমার রূপ-যৌবনকে ভোগ করত, আমি বাধা দিতাম না। ধীরে ধীরে নিজেকে তার হাতে সঁপে দিতাম। কিন্তু সামনে যে মানুষটি বসা সে একটা পাথর। অনেক কষ্ট করে ও তার দৃষ্টি আমার দিকে ফেরাতে পারতাম না। নিজেকে প্রচন্ড অপমানিত করে এক দূর্বার জ্বেদ মাথার মধ্যে চেপে উঠতে লাগল। ভাবতে লাগলাম যেভাবেই হোক এই পুরুষটিকে আমার চাই-ই-চাই। একদিন সফল হলাম। দু'জনের মনের মিল হয়ে গেল আর আমিও নিজেকে সঁপে দিলাম সেই পুরুষটির হাতে। তন্ময় হয়ে শুনছিলাম। আমার মুখে একটি কথাও ছিলনা। পুণরায় সিগারেট জ্বালিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলে উঠলাম- "জানোয়ার"। রমণী বলে উঠল - কে জানোয়ার! আমি অপ্রতিভ হয়ে

বললাম-তবে কি দেবতা! রমণী বলে উঠল "কিসের দেবতা ? নারীদের সবচেয়ে বড় সম্পদ সতিত্ব যার হাতে বিলীন হয়ে যায় সে যদি প্রত্যাখান করে তবে সে কিসের দেবতা? আমি আশ্চর্য হয়ে বলে উঠলাম –প্রত্যাখান ! রমণী বলতে লাগল, সে সময় ভাবতাম শুধুমাত্র বিয়ে হলেই গর্ভে সন্তান আসে কিন্তু কিছুদিন যাবার পরই আমার ভুল ভাঙল। ভুল যখন ভাঙল তখন আমার আর করার কিছুই ছিল না। আমার গর্ভের সন্তানের পিতা তখন আমার কাছ থেকে বহুদূরে অর্থাৎ গ্রামের বাড়ি। সেখানে গিয়ে জানতে পালাম সে বিবাহিত। চাকরির খোঁজে শহরে এসেছিল কিন্তু ব্যর্থ হয়ে গ্রামে গিয়ে সংসার করছে। বিয়েটা অনেক আগেই করে ফেলেছিল। এ খবর আমার বড়ো বিষম লাগল। মনে হতে লাগল কর্ণফুলীর অগাধ জলে এই সন্তানসহ বৃন্তচ্যুত পুষ্প মঞ্জুরীর ন্যায় এই ব্যার্থ জীবন বিসর্জন দেই।

কিন্তু পারলাম না। বহুদিনের প্রণয়ের স্মৃতি আর সেই প্রণয়ের ফসল আমার গর্ভের সন্তান আমাকে মরতে দিল না। যখনই মরতে মন চাইত তখন আমার গর্ভের সন্তান চীৎকার করে বলে উঠত, আমাকে পৃথিবীর আলো-বাতাস দেখাও। আমি স্পষ্ট শুনতে পেতাম। কিন্তু বিধিবাম সে দুনিয়ার আলো দেখল না। আমি মৃত সন্তান প্রসব করলাম। এখানে বক্তা এসে চুপ করল। আমিও কোন কথা বললাম না। ক্ষণকাল পর রমণী পুণরায় বলে উঠল- আজকেই এই দিনেই আমি মৃত সন্তান প্রসব করেছিলাম আর তাকে সমাহিত করেছি ওই উঁচু টিবিটার ওপর। এখানেই আমার কাহিনী শেষ। এই বলে রমণী থামল। আমি ঘাড় নেড়ে বললাম, এখানে তো কোনমতেই শেষ হতে পারে না। একটু খোলাশা করে পরের ঘটনা বললে তোমার এ অবস্থার পুরো ঘটনাই জানা যাবে। অধীনের মনের ব্যাকুলতা একটু হ্রাস করাই যুক্তি সিদ্ধ নয় কি? রমণী মৃদু হাস্যে বলে উঠল, এর পরের ঘটনা বড় জটিল। কেমন করে বিশ্লেষণ করে তা প্রকাশ করব তা ভেবে পাচ্ছি না। তবে এটুকু বললে হয়তো খোলাশা হবে তা হল আমার ঘটনা চাপা রইলনা। বাবা সবকিছু শুনে সাফ্ বলে দিলেন, তিনি কোনদিনই আমার মুখ দেখবেন না। বাবার অবর্তমানে মা সেই সুন্দর লোকটির হাত ধরে চলে গেল। পাড়ায় যখন মুখ দেখানোর কোন পথ রইল না, তখন রাতের আঁধারে ঘর ছেড়ে পথে বের হলাম। বাসায় বাসায় ঝি-এর কাজ করে আজ এ পর্যন্ত এসে পৌঁছেছি। পুরুষ শাসিত এ সমাজে পুরুষের অত্যাচার আর অপকর্ম স্ব-চক্ষে প্রত্যক্ষ করে আর কোন পুরুষের হাতে নিজেকে সঁপে দেইনি। সেই পুরুষটি ছিল আমার জীবনের একমাত্র কাল। দোষ আমার ছিল না তা বলব না। সে যদি একটু আশ্রয় দিত তবে জীবনের সমস্ত সম্বল এভাবে হারাতে হতো না। মায়ের কথা কি বলব, আর নাই বা বললাম..। এতটুকু বলে রমণী উঠে দাঁড়াল। তারপর বলল, আজ আসি, আমাকে অনেক দূরে যেতে হবে। রমণী উঠে চলে গেল। আমি স্বপ্নাবিষ্টের ন্যায় গন্তেব্যের পানে চেয়ে রইলাম। আমার কল্পনার মানসপটে সমস্ত চিত্রই যেন স্পষ্ট দেখতে লাগলাম। এক রমণীর নৈরাশ্য মূর্তি আমার মস্তিষ্কের মধ্যে স্পন্দিত হতে লাগল। ইতিমধ্যে মেঘ কেটে গিয়ে পশ্চিম আকাশে হঠাৎ করেই সুর্যের আলো ঝলমল করে উঠল। দ্রুত উঠে হাঁটতে লাগলাম। কিছুদূর এসে দেখতে পেলাম মেঘ কেটে যাবার পর পরই ঝাউ শাখের নীচে এসে দু'একজোড়া প্রেমিক যুগল জড়া-জড়ি করে বসে প্রেমের স্বর্গসুখে ভেসে যাচ্ছে। মনে হতে লাগল হয়তো ওদের দু'একজনের সেই রমণীর মত অবস্থা সূচীত হবে। হয়তো সত্য হবে, নতুবা না ..... ॥

খন্দকার মোঃ আবদুল গণি, গ্রাম নিতাই নগর, বড়ইগ্রাম, নাটোর